OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 254 - 261
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

আবুল বাশারের ‘সাঈদা বাঈ’ : প্রান্তের রাজনীতি ও ক্ষমতার ডিসকোর্স

নাসিরুদ্দিন হোসেন
গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: rubilailanur2004@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
প্রান্তিকতা, ক্ষমতার ডিসকোর্স, নিম্নবর্গ, নবাবি মানসিকতা, নির্বাচনী রাজনীতি, বাইজি, নারীর শরীর।

Abstract

Abul Bashar's story 'Saida Bai' uses a municipal election in the small nawabi town of Motibagh to examine power at the margins. The essay argues that the 'margin' has three layers: the village of Kashdiyara on the town's edge; its people, who live on nawabi memory without nawabi power; and Saida, a childless former courtesan who now rolls bidis for a living.

Kashdiyara's residents fit no standard category. They are neither peasants, factory workers nor labourers, and "not quite nawabs" either, so party organisation never reaches them. Gramsci's view that subaltern history is 'fragmented and episodic' mirrors the story's structure, in which a few election days carry centuries of buried history. The villagers approach voting with a "nawabi mentality", bargaining for money. Moneylenders finance their tangas, and a rival candidate is dismissed in advance because his party favours Hindutva. Foucault's claim that power "comes from everywhere" explains how debt, identity and fear shape the vote before it is cast.

Saida's husband Feru beats her, seizes her earnings and wants to turn her body into income because she is barren. The story's account of nawabi polygamy and mut'a marriage places her in a long history of women whose bodies are leased, not owned. She speaks an Urdu-inflected idiom and cannot read Bengali, while party politics runs on written Bengali. She is not silent, but her speech finds no channel that counts as political, echoing Spivak's 'violent shuttling'.

Pinku, an idealistic student activist, 'discovers' Saida and calls her 'didi', offering comradeship as an alternative to Feru's 'wife'. Yet neither offer asks what she herself wants, and her reply that a courtesan can never be a mother exposes the limits of the party's vocabulary. The rival Bhatubabu is cruder, but he too treats her as a means.

A fire on election eve kills Saida, and only then is the title spoken, in her husband's cry. Relief money arrives, and the leader reports, 'we got one vote in Kashdiyara', turning Saida into one of countless Saidas. The essay

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

concludes that Bashar sympathises with Pinku but shows how even sincere idealism, once inside the language of power, risks speaking for the marginal rather than hearing them.

Discussion

ভূমিকা : নির্বাচন সাধারণত ক্ষমতার প্রকাশ্য মঞ্চ। সেখানে পোস্টার পড়ে, মিছিল বেরোয়, প্রার্থী হাত জোড় করে দাঁড়ান। আবুল বাশারের 'সাঈদা বাঈ' গল্প আমাদের সেই মঞ্চের পেছনে নিয়ে যায়, যেখানে ক্ষমতা কোনো ঘোষণাপত্র নিয়ে আসে না, আসে ঋণ, নিমন্ত্রণ, উপহার, ভয় আর স্মৃতির হাত ধরে। গল্পের কেন্দ্রে আছে পৌরসভা নির্বাচনের আগের কয়েকটি দিন, একটি টাঙ্গাওয়ালাদের গ্রাম এবং এক প্রাক্তন বাইজি, যিনি এখন বিড়ি বেঁধে সংসার চালান। এই তিনটি উপাদান মিলিয়ে লেখক এমন এক সমাজচিত্র গড়েছেন, যার প্রতিটি স্তরে ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় হাজির।

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল প্রস্তাব হল, গল্পের 'প্রান্ত' কোনো একক ভৌগোলিক ধারণা নয়। এটি তিনস্তরীয়। প্রথম স্তরে মফসসল শহর মোতিবাগের প্রান্তে কাশদিয়াড়া নামের গ্রাম। দ্বিতীয় স্তরে কাশদিয়াড়ার ভেতরে নবাবি অতীতের স্মৃতিতে বাঁচা অথচ নবাবি ক্ষমতাহীন এক জনগোষ্ঠী। তৃতীয় স্তরে সেই গোষ্ঠীর ভেতরেও সবচেয়ে অরক্ষিত এক নারী, সঈদা। গল্পে ক্ষমতা তার ওপর তিনদিক থেকে চাপ দেয়: স্বামীর পুরুষতন্ত্র, নির্বাচনী বাজার এবং আদর্শবাদী দলের ভাষা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই তিনটি চাপ আপাতবিরোধী হয়েও একই যুক্তিতে কাজ করে, সঈদাকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলার যুক্তিতে।

মোতিবাগ ও কাশদিয়াড়া : প্রান্তের ভূগোল— গল্পের শুরুতেই কথক একটি কৌতুকমাখা স্বীকারোক্তি করেন, -

> "আসলে এর নাম মোতিবাগ নয়, কিন্তু এই গল্পে এই শহরকে আমরা মোতিবাগ বলছি।... আর কাশদিয়াড়াও গল্পের তৈরি নাম, আসল নাম গোপন রাখা হচ্ছে।"[১]

এই আড়াল করার ভঙ্গিটি তাৎপর্যপূর্ণ। এতে বোঝা যায়, কথক বিশেষ একটি স্থান নয়, একটি প্রবণতা বা কাঠামোকে দেখাতে চান। অথচ শহরটির বিবরণ এত নির্দিষ্ট যে ইতিহাস সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে। হাজারদুয়ারি, ইমামবাড়া, মতিঝিল, কাটরা মসজিদ আর পলাশীর রক্তাক্ত স্মৃতি মিলিয়ে সে যেন এক প্রাচীন নবাবি রাজধানীর ছায়া। পরে কথক মুর্শিদাবাদের মাটির কথাও স্পষ্ট করে বলেছেন, -

> "এইভাবে মুর্শিদাবাদের মাটিতে মোতিবাগের ইতিহাসে...।"[২]
> "এই শহরে ইতিহাস এখন পর্যটনের পণ্য, প্রতি বছর শীত-শেষে, বসন্তের আগে টুরিস্টদের টাঙ্গার ছন্দিত অশ্বখুরের ধ্বনি টপটপ করে এই শহরের রাস্তায় বেজে ওঠে।"[৩]

কাশদিয়াড়া এই ইতিহাসের উত্তরাধিকারী, কিন্তু উত্তরাধিকারের সুবিধাভোগী নয়। গ্রামটি মোতিবাগ থেকে দেড় মাইলেরও কম দূরে, তবু কথকের ভাষায় সে "বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতন।"[৪] জেগে আছে। শ্রেণিগত অবস্থানের বিচারেও এরা ফাঁকে পড়া মানুষ। কথক জানান, এরা চাষি নয়, কারখানার শ্রমিক নয়, মুটে-মজুরও নয়, আবার "নবাবও ঠিক নয়...।"[৫] এই 'নয়'-এর তালিকাই কাশদিয়াড়ার সামাজিক পরিচয়। প্রচলিত শ্রেণি বিভাগের কোনো খোপেই এদের বসানো যায় না, ফলে রাজনৈতিক দলের সংগঠন-ছক এদের পর্যন্ত পৌঁছায় না। পিংকুর দল এখানে কখনো ভোট পায়নি, গ্রামে তাদের কোনো সংগঠন বা সমর্থকও নেই।

গ্রামশির ভাবনা এখানে স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন, নিম্নবর্গ সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর ইতিহাস 'necessarily fragmented and episodic' অর্থাৎ অনিবার্যভাবেই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন। কাশদিয়াড়ার ইতিহাসও ঠিক তেমন। কোনো দলিল বা নথিতে তার স্থান নেই। সে টিকে আছে লোককথায়, মহরমের লাঠিখেলায়, ব্যায়ার উৎসবে আর টাঙ্গার ঘণ্টায়। গল্পের গঠনও এই খণ্ডিত স্বভাবকে ধারণ করে। একটি ভোট-মরশুমের কয়েক দিনে কাহিনি গড়ে উঠেছে, অথচ ভেতরে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ঢুকে আছে মুতা-প্রথা, নবাবি বংশলতিকা আর বাইজি-পরম্পরার দীর্ঘ ইতিহাস। প্রান্তের মানুষের অতীত এখানে বর্তমানের ফাঁক দিয়েই উঁকি দেয়।

প্রান্তকে বাইরে থেকে দেখার ঝুঁকিও গল্পে লুকিয়ে আছে। পিংকুর চোখে, -

> "কাশদিয়াড়া যেন তার চোখে ছায়াছবির গ্রাম। সত্যজিতের ক্যামেরায় দেখা অবাক-বিস্ময়।"[৬]

শহুরে ছাত্রের এই সৌন্দর্যবোধ নিরীহ, কিন্তু তাতে একটি দূরত্ব আছে। যে মানুষ গ্রামকে ছবির মতো দেখে, সে সেখানকার ক্ষুধা, ঋণ আর অপমানকে ছবির ফ্রেমের বাইরে রেখে দেয়। গল্পের গতি এই দেখার ভঙ্গিকেই ধীরে ধীরে ভাঙে। শেষ পর্যন্ত পিংকুকে ছায়াছবি ছেড়ে সেই জায়গায় দাঁড়াতে হয়, যেখানে ছবির মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

নবাবি মানসিকতা ও ভোটের বাজার— কাশদিয়াড়ার মানুষ ভোটকে কীভাবে দেখে, তা কথক এক বাক্যে ধরেছেন – "ভোটের এই নবাবি মানসিকতা"[৭] গ্রামের পরিবারগুলো রাজনৈতিক দলের কাছে "নবাবি দাবি।"[৮] পেশ করে, কথকের মতে তা এক ধরনের "নবাবি আল্লাদ।"[৯] ভোট এখানে নাগরিক অধিকারের চেয়ে বেশি একটি উৎসব, একটি দর-কষাকষির সুযোগ। কথকের পর্যবেক্ষণ, ভোট যতবার হয় ততবারই শহরে টাকা ছোটে। কাশদিয়াড়ার নারীরা এনিয়ে লজ্জা পায় না। সঈদা তো পিংকুকে সরাসরি জানিয়ে দেয়, ভোট 'বহুৎ কিমতি', 'আক্রা চিজ'।[১০]

পিংকুর আদর্শবাদী জবাব, "ভোট টাকার জিনিস নয়"[১১] এই হাসির সামনে বেমানান শোনায়। এখানে বাশার একটি সূক্ষ্ম বিষয় ধরেছেন। ভোটের বাণিজ্যিকীকরণ কেবল গ্রামবাসীর নৈতিক স্খলন নয়, এর পেছনে কাজ করে ঋণের কাঠামো। কথক জানান, কাশদিয়াড়ার অনেক পরিবারের নিজের টাকা নেই, তাদের টাঙ্গা-ঘোড়া কেনার পুঁজি জোগান স্থানীয় মহাজনেরা, যাঁদের বেশির ভাগই মোক্তার। যে মানুষ ঋণে আবদ্ধ, তার ভোট কার প্রতি দায়বদ্ধ হবে, তা আগেভাগেই ঠিক হয়ে থাকে। ফুকোর কথায়, ক্ষমতা কোনো একটি কেন্দ্র থেকে নামে না –

> "Power is everywhere; not because it embraces everything, but because it comes from everywhere"[১২] (Foucault 1978: 93)।

কাশদিয়াড়ায় ক্ষমতার এই সর্বত্র-উপস্থিতি চোখে পড়ে মহাজনের খাতায়, টাঙ্গার ভাড়ায়, মেয়েদের পান-খাওয়া ঝলমলে শাড়িতে। সবই ক্ষমতার প্রবাহপথ।

ধর্মীয় পরিচয়ও এই বাজারে একটি নির্ধারিত শ্রেণি। প্রতিদ্বন্দ্বী এক প্রার্থী সম্পর্কে কথক জানান, তিনি দলগতভাবে হিন্দুত্বের পোষক, অতএব এই নবাবদের ভোট পেতে পারেন না। অর্থাৎ কাশদিয়াড়ার ভোটারদের ব্যক্তিগত পছন্দ তৈরি হওয়ার আগেই তাদের একটি সম্প্রদায়গত ভোটব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে গেছে। এখানে ভোট ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নয়, পরিচয়ের পূর্বনির্ধারিত ফল। ভোটের নৈতিক হিসাবও এখানে আলাদা। গল্পের এক কথোপকথনে উঠে আসে, টাকা নিয়ে একজনকে কথা দিয়ে অন্যজনকে ভোট দিলে ইমানদার নষ্ট হয়। এই কথায় ব্যক্তিগত সম্মান, ধর্মবোধ আর রাজনৈতিক লেনদেন জড়িয়ে গেছে। যে সমাজে ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্ক ঋণ আর বিশ্বাসের ভাষায় তৈরি হয়, সেখানে ভোট দেওয়া একটি নৈতিক চুক্তির নামও বটে।

সঈদা : শরীর, ভাষা ও মালিকানা— সঈদার জীবন নবাবি সংস্কৃতির লিঙ্গভিত্তিক মালিকানা-কাঠামোর একটি জীবন্ত দলিল। তাঁর স্বামী ফেরু 'নবাব' নামে পরিচিত, অথচ সেই নবাবিয়ানার বাস্তবতা হল তাড়ি, গালি আর লাথি। সঈদা ফেরুর দুই স্ত্রীর একজন। ফেরু তাকে মোতিবাগের মেলা থেকে টাঙ্গায় করে ঘরে এনেছিল, আজ সাতবছর পরেও সঈদা বাঁজা। এই 'বাঁজা' শব্দটি গল্পে কেবল শারীরিক অবস্থা বোঝায় না, এটি সামাজিক দণ্ডাদেশ। বিড়ি বেঁধে সঈদা যা আয় করে, ফেরু তা ছিনিয়ে নেয় তাড়ির জন্য। তাড়ির গেলাস বউয়ের মুখের কাছে ঠেলে ধরা এবং প্রতিবাদে নাক কোঁচকালে তাকে অপমান করা কাশদিয়াড়ার ঘরোয়া ক্ষমতার নিত্যদৃশ্য। সঈদা নিজেই পিংকুকে জানায়, ফেরু তাকে বেশ্যা বানাতে চায়,

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাঁজা বাঁদির শরীর থেকে কুছ ইনকাম করতে চায়। এখানে শরীর সরাসরি পুঁজি। যেখানে সন্তান জন্মায় না, সেখানে নারীর শরীর অন্য উপায়ে মুনাফা দেবে, এই হিসাবটাই পুরুষের চোখে স্বাভাবিক।

গল্পের বর্ণনায় এই কাঠামোর গভীর ইতিহাসও ধরা পড়ে। কথক জানান, আলাদা আলাদা বাড়ি থাকা কাশদিয়াড়ার এক রীতি এবং এই রীতি নবাবদের আমলের প্রতিটি স্ত্রীর জন্য আলাদা মহল গড়ার অভ্যাস থেকে এসেছে। সঈদার আলাদা বাড়িটি তাই কেবল একটি আবাসন নয়, নবাবি প্রথার একক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যেখানে বহুবিবাহের ক্রমোচ্চ স্তরে সঈদার স্থান সবচেয়ে নিচে। আরও পেছনে গিয়ে কথক মুতা-প্রথার বিস্তারিত ইতিহাস লিখেছেন। সেখানে মুতা-স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উত্তরাধিকার-সংকট, নবাবি রক্তের দাবি এবং 'ফারায়েজ'-এর বিধান নিয়ে বলেছেন, -

> "মুসলমান আজও মুতা রাখে। ... সম্ভবত বিয়ে না করেই ঘরের ঝিকে সম্ভোগ করার মধ্যে যে নবাবি বীর্যায়ন, তারই শিকার-ব্যবস্থা মুতা-প্রথার চল রয়েছে।"[১৩]

বোঝা যায়, নবাবি আভিজাত্যের অন্দরমহলে নারীর শরীর বরাবরই সাময়িক ইজারার বস্তু। পিংকু যখন ভাবে, ইতিহাসে 'মুতালিরা' বারবার নিরাশ্রয় হয়েছে, সংসার হারিয়েছে, তাদের দয়া করা হয়েছে, আর "কী নিষ্ঠুর সেই করুণার ইতিহাস,"[১৪] তখন সঈদার ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ধারার সঙ্গে জুড়ে যায়।

সঈদার ভাষাও ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কের একটি সূচক। সে উর্দু-হিন্দি-মেশানো এক মিশ্র ভাষায় কথা বলে। 'হাঁ' শব্দটি তার মুখে উর্দুর আশ্চর্য মিষ্টতা নিয়ে টসটস করে ওঠে। বাইরের মানুষ সেই ভাষা শুনে মুগ্ধ হয়। কিন্তু পিংকুর কাছে সেই ভাষা কেবল হাঁ-এর রহস্য। মুগ্ধতা আর বোঝা এক জিনিস নয়। কথকও স্বীকার করেন, পিংকু উর্দু খুবই কম বোঝে। উল্টো দিকে সঈদা বাংলা জানে না, লেখা বাংলা চিঠি সে পড়তে পারে না। গল্পে পোস্টারও হাতে-লেখা এবং কথক সন্দেহ করেন, কাশদিয়াড়ার অনেকে তা পড়তেও জানে না। ভোটের রাজনীতি প্রধানত লিখিত ও প্রমিত বাংলার জগৎ। সেই জগতে সঈদাদের প্রবেশ ঘটে ভাষার দেয়াল ডিঙিয়ে, বা একেবারেই ঘটে না। তবু সঈদাকে নির্বাক বলা চলে না। সে প্রচুর কথা বলে, নিজের অতীত শোনায়, রসিকতা করে, প্রশ্ন করে। তার মা জিয়াগঞ্জের বাইজি ছিলেন, সে নিজে যাত্রা পার্টিতে নাচত। সে বাঁচতে চায় ঘর, মরদ আর সন্তান নিয়ে, -

> "মা হোকর জিন্দেগি বিতানা চাহতি হুঁ।"[১৫]

আর গোপনে, ভরদুপুরে পাগল বাঁশিওয়ালা বেলাতের সুরে সে নিজের পুরনো মুদ্রায় নাচে এবং নিজেকে বলে, "জানো আমি ছিলাম একদিন" এটি আত্মপরিচয়ের নিঃশব্দ ঘোষণা। অর্থাৎ সঈদা কথা বলে ঠিকই, কিন্তু তার কথা এমন কোনো মাধ্যমে পৌঁছায় না যেখানে তা রাজনৈতিক বক্তব্য হিসেবে গৃহীত হয়। স্পিভাকের প্রশ্নও প্রকৃতপক্ষে বলার সামর্থ্য নিয়ে নয়, শোনার কাঠামো নিয়ে। তিনি দেখিয়েছেন, নিম্নবর্গ নারী উপনিবেশিত সমাজে আরও গভীর ছায়ায় থাকে (Spivak 1988: 287)। আর পিতৃতন্ত্র ও আধুনিকীকরণের মাঝখানে সে পড়ে 'a violent shuttling'-এর ভেতর (Spivak 1988: 306), অর্থাৎ এক সহিংস দোলাচলে। সঈদাও দুই

পরিচয়ের মাঝখানে দোল খায়, একদিকে বাইজি-স্মৃতি ও নবাবি পৃষ্ঠপোষকতা, অন্যদিকে 'দিদি' ও 'কমরেড'-এর আধুনিক ডাক।

পার্টির ভাষা : আদর্শ, মাতৃত্ব ও 'দিদি'র রাজনীতি— পিংকু গল্পের নৈতিক ক্যামেরা, তার চোখেই আমরা কাশদিয়াড়াকে দেখি। সে একবছর আগে কলেজে ভর্তি হয়েছে, বামপন্থী ছাত্রসংগঠনের সদস্য, হুগলি জেলা থেকে প্রথমবার মফসসলে নির্বাচনী কাজে এসেছে। দলের তত্ত্ব সে ভালো জানে, কিন্তু কথকের মন্তব্য, -

> "ছাত্ররা যে-ভাষা বোঝে, গ্রামের মানুষ তা খুব কমই বোঝে।"[১৬]

এই অসংগতি দিয়েই গল্পে আদর্শের সীমা চিহ্নিত হয়। পিংকুর রাজনীতি বিশুদ্ধ, কিন্তু অনভিজ্ঞ। সে প্রথম থেকেই সঈদার ভেতরে একটি রহস্যময় নারীকে দেখে, কিন্তু সেই নারীকে বোঝার মতো সামাজিক শব্দভান্ডার তার নেই।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সঈদাকে পিংকু যেভাবে আবিষ্কার করে, তা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির একটি নমুনা। কথক জানান, পার্টি শেখায় আগে মানুষকে খুঁজে বার করতে হবে, প্রত্যেক কমরেডের হাতে থাকবে একটি সার্চ লাইট। পিংকুর মনে হয়, সঈদা পার্টির দৃষ্টিভঙ্গিতেও মহৎ আবিষ্কারের বস্তু। এই বাক্যে অনুরাগ ও অস্বস্তি একসঙ্গে আছে। যাকে আবিষ্কার করা হয় সে আবিষ্কর্তার চোখে বস্তু হয়ে পড়ে। ফুকো দেখিয়েছেন, -

> "ক্ষমতা কেবল দমন করে না, সে জানতে চায়, খুঁজে বের করতে চায়, আলোয় আনতে চায়।"[১৭]

সার্চ লাইটের রূপকটি সেই ক্ষমতা-জ্ঞান সম্পর্কের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'দিদি' ডাকটি গল্পে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নেতা পিংকুকে শিখিয়েছিলেন, ভোটের রাজনীতিতে মানুষকে আগে আত্মীয় করে নিতে হয়, কাউকে কাকা, কাউকে দাদা-দিদি বলে। কিন্তু সঈদাকে 'দিদি' বলার মুহূর্তে পিংকু কোনো কৌশল ভাবেনি, শব্দটি মুখ ফসকে বেরিয়েছে। এখানে বাশার কৌশলগত সম্বোধন আর আন্তরিক সম্বোধনের সীমারেখা মুছে দিয়েছেন। পরে পিংকু সঈদাকে দলের 'দিদি'-দের কথা শোনায়। ঠাকুরিয়ার কমিউনে সুমিত্রাদি বিয়ে করেননি, অথচ তাঁর ছেলে মিলু আছে। মিলুকে যে পেটে ধরেছিল তার নাম কেউ জানে না, আর সমস্ত কমিউনই যেন মায়ে পূর্ণ। পিংকুর বিশ্বাস, 'দিদি' হওয়া মাতৃত্বেরই বিকল্প, এমনকি তার চেয়েও বড় কিছু। এই আদর্শ সুন্দর, কিন্তু সঈদার ক্ষত তাতে সারে না। সে কেঁদে ফেলে এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, "বাইজি কভি মা হোই না।"[১৮] বাইজির সন্তানহীনতা, বাইজির জন্মগত কলঙ্ক আর বাইজির সামাজিক বর্জন দলের নতুন সম্বোধনে মোছে না। অথচ সঈদার নিজস্ব কর্তৃত্বের ছোট ছোট মুহূর্তও গল্পে আছে। দুপুরের রোদে তৃষ্ণার্ত পিংকু জল চাইলে সঈদা তাকে সাধারণ পানি দেয় না, দেয় শরবত। পিংকু চুমুক দিয়ে বোঝে, এটি পানি নয়, শরবত। চোখ তুলতেই সঈদা মিটিমিটি হেসে বলে, হাঁ শরবত। এই খেলাটুকুর মধ্যে আতিথেয়তা আছে, কৌতুক আছে, আর এক ধরনের সূক্ষ্ম ক্ষমতাও আছে। নিজের ঘরের উঠোনে সঈদাই নিয়ম ঠিক করে। পিংকু যে তার কাছে 'ভোট চাইতে' এসেছে, সেই ভোট দেওয়া-না-দেওয়ার সিদ্ধান্তও এই ছোট ঘরোয়া কর্তৃত্বেরই বিস্তার।

এই দৃশ্যে প্রান্তের সামনে দুটি পরিচয়ের প্রস্তাব রাখা হয়। ফেরু তাকে বলে 'বিবি', অর্থাৎ সম্পত্তি। পার্টি তাকে বলে 'দিদি', অর্থাৎ সংগ্রামের সঙ্গিনী। দুটি প্রস্তাবের কোনোটিই সঈদার নিজের প্রশ্ন, সে কে এবং সে কী চায়, তা জিজ্ঞেস করে না। এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন লক্ষণীয় : সত্যিকারের দিদি হওয়া যায় কি না? সত্যিকার শব্দটিতে একটি শর্ত লুকিয়ে আছে। স্বীকৃতি মেলে কিছু নৈতিক আচরণের বিনিময়ে। ক্ষমতার সব রূপই শেষ পর্যন্ত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

দলের নিজস্ব অর্থনীতির কথাও গল্প ভোলে না। কথক জানান, দলের তহবিল চলে জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা টাকায়। তাই এক বিকেলে পিংকুকে সঈদার কাছে কালেকশন চাইতে যেতে হয়, নেতার নির্দেশ, অন্তত দু' টাকা। দলকে দোষ দেওয়ার উপায় নেই, কারণ আদর্শ-নির্ভর দল জনসমর্থন ছাড়া টেকে না। কিন্তু দৃশ্যটি বিড়ম্বনার। যে দল ঘোষণা করে ভোট টাকার জিনিস নয়, সেই দল প্রান্তের সবচেয়ে দরিদ্র নারীর কাছেই প্রথম হাত পাতে। এখানে বাশার বিদ্রূপ করেন না, শুধু পাশাপাশি দুটি তথ্য রাখেন। গল্পের আরেক জায়গায় সঈদার মজলিসি আধিপত্যও চোখে পড়ে। মেয়েরা তার ঘরে জড়ো হয়, তার জীবনের সিদ্ধান্ত সবার কাছে মূল্যবান বলে গণ্য হয়। অর্থাৎ সঈদা নিজেও এক ধরনের সামাজিক ক্ষমতার অধিকারী, আর সেই ক্ষমতার ভাগ চাইছে দল, চাইছে প্রতিপক্ষও। প্রতিপক্ষের বর্ণনায় এই সত্য আরও নগ্ন। জিয়াগঞ্জের পুরনো আসরের স্মৃতি তুলে ভাটুবাবু ফেরুর সামনে এমন ভাষায় কথা বলে, যেখানে সঈদার শরীর দখলযোগ্য বস্তু। তার সূত্র, বাইজিদের দেহের দখল না পেলে "মনের সব মেলে না।"[১৯] রাজনীতির লেনদেন আর কামনা এখানে একাকার। পিংকুর ভাষা মার্জিত, ভাটুবাবুর ভাষা অমার্জিত, কিন্তু সঈদাকে উপায় হিসেবে দেখার দিক থেকে দুই ভাষা মিলে যায়। পার্থক্য কেবল এটুকু যে একজন তাকে দলের গল্পে আবিষ্কার করতে চায়, আরেকজন নিজের হিসাবে দখল করতে চায়।

আগুন, মৃত্যু ও 'একটি ভোট' : আগুনের আগেই গল্পে মৃত্যুর একটি পূর্বাভাস আছে, রাহেদার মৃত্যু। রাহেদা ঘাস বেচে ঘোড়ার খাবার জোগান দিয়ে নিজের জীবন চালাত। পিংকু তাকে জঙ্গলে খুরপি হাতে ঘাস কাটতে দেখেছে। সে যখন মারা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

গেল, তখন তার কাফনের টাকা জোগাড় করা গ্রামের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। পিংকু বলে, কাফন কেনার জন্য টাকা চাই, কারণ সবাই দুঃখ করছে অথচ হাত পাতলে কেউ একটা ফুটো পয়সাও দেবে না। সঈদা প্রথমে জানায় তার কাছে টাকা নেই, কিন্তু পরে দেখা যায় তার কুড়ি টাকাই ভরসা। নির্বাচনের টাকার প্রাচুর্য আর মৃত্যুর টাকার অভাব এখানে পাশাপাশি। যে গ্রামে ভোটের সময় টাঙ্গার জুলুস প্রস্তুত হয়, সেখানে এক গরিব মেয়ের কাফনের জন্য কেউ এগিয়ে আসে না।

এই দৃশ্যে জুলুস শব্দটি আর একবার বদলে যায়। বেলাত গান গাইতে গাইতে কাফন আনতে যায়, আর সঈদা পিংকুকে বলে, "পাগল কা জুলুস দেখো পিংকুজি।"[২০] ভোটের মিছিলও জুলুস, এক পাগলের একক শোকযাত্রাও জুলুস। একটি জুলুস ক্ষমতা দেখায়, অন্যটি ক্ষমতাহীনতা। দুইয়ের এই সহাবস্থান গল্পের রাজনৈতিক ব্যঙ্গের মর্মস্থলে আছে।

গল্পের শেষ অংশে আগুন সব ক'টি সুতোকে একসঙ্গে টেনে আনে। ভোটের আগের রাতে কাশদিয়াড়ার এক প্রান্তে আগুন লাগে, বাতাসে বাড়ি থেকে বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে, আর সঈদার চালেও সেই আগুন বাসা বাঁধে। কথক আগুনের উৎস নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দেন না, শুধু জানান, -

"কেউ এই আগুনের রহস্য ধরতে পারল না।"[২১]

ফেরু নিজের মুখেই জানায়, জাপটে ধরা সঈদাকে লাথি মেরে সে কোনোমতে বেরিয়ে এসেছে। সঈদা বেরোতে পারে না। ফেরুর আর্তনাদে তখনই উচ্চারিত হয় গল্পের নাম - 'সঈদা! সঈদা বাঈ!'[২২] বেঁচে থাকতে যে পরিচয় সে আড়াল করত, মৃত্যুর মুহূর্তে সেই পরিচয়ই তাকে ডাকা হয়। এটি নিছক কাকতালীয় নয়। বাশারের কাছে নামকরণও একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন।

আগুনের পরের সকালের বর্ণনা গল্পের সবচেয়ে নির্মোহ অংশ। সব ছাই। মানুষ গৃহহীন হয়ে ঘোড়া আর টাঙ্গা নিয়ে শরণার্থীর মতো রাস্তায় বসে আছে। তার মধ্যেই উদয় এসে টাকা ঢেলে যায়, কাশদিয়াড়ার মানুষ কিছু কিছু টাকা পায় এবং ভোট তার দিকে যাওয়ার সম্ভাবনাই জোরালো হয়। কথক লেখেন, টাঙ্গার জুলুস প্রস্তুত হয়ে গেল, আর কাশদিয়াড়া যে টাঙ্গার গ্রাম এবং এখানে টাঙ্গা ছাড়া ভোট হয় না, সে কথাও আবার মনে করিয়ে দেওয়া হয়। দুর্যোগ এখানে ক্ষমতার নতুন সুযোগ। সাহায্য আর সমর্থনের সীমারেখা মুছে যায়। ফুকোর যুক্তি অনুযায়ী ক্ষমতা কেবল 'না' বলে না, সে সৃষ্টি করে, সম্পর্ক গড়ে, নির্ভরতা তৈরি করে। আগুনে পোড়া মানুষের ক্ষতিপূরণ সেই নির্ভরতারই ঋণপত্র। ফুকো আরও দেখান, প্রতিরোধ কখনো ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করে না (Foucault 1978: 95)। কাশদিয়াড়ার প্রতিরোধের ভাষাও তাই বাজারের শর্ত মেনেই চলে।

এই পুরো নাটকের মধ্যে সঈদার মৃত্যু পরিবারের ভেতরেও একটি হিসাব মিটিয়ে দেয়। ফেরুর অন্য স্ত্রী সালেহা, যার আগের চারটি সন্তান বাঁচেনি, যার তীক্ষ্ণ গলার শাপশাপান্ত পিংকুর কানে আসে, সেই সালেহা এবার নির্ভয়ে বাচ্চাকে ফেরুর কোলে রেখে যায়। কথকের ভাষায়, আজ সঈদা মৃত। ভয় নেই।। সতিনের উপস্থিতি যে সংসারের ভেতরে এক ভয়ের উৎস ছিল, তা এই এক বাক্যে প্রকাশ পায়। এক নারীর মৃত্যু অন্য নারীর নিরাপত্তা হয়ে ওঠে, পিতৃতান্ত্রিক সংসারের এই নিষ্ঠুর গণিতের জন্য আলাদা ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না।

উপন্যাসের শেষ দৃশ্যে পিংকু ও নেতার কথোপকথন গল্পের রাজনৈতিক বিচারের কেন্দ্র। পোড়া ছাইয়ের ভেতর থেকে পিংকু তুলে নিয়েছিল সঈদার সিজদাগাহর মৃৎপিণ্ড আর আধপোড়া অ্যালবাম। কানের কাছে বাজতে থাকে আলি মওলা রাস্তা দিখায়েগা, যা মৃত সঈদার একমাত্র উচ্চারণ হিসেবে পিংকুর স্মৃতিতে বেঁচে থাকে। মৃত্যুর পরও তার দুটি চোখ খোলা, যেন রহস্যঘন স্বপ্ন দেখছে। ফেরার দিন মতিঝিলে নেতার সঙ্গে ফিরতি টাঙ্গায় ওঠার আগে পিংকু সেই মৃৎপিণ্ড ছুড়ে মারে অন্ধ আদমিকা ঘর এর দিকে। তারপর টাঙ্গায় বসে নেতা বলেন, -

"কাশদিয়াড়ায় আমরা একটা ভোট পেয়েছি পিংকু। অদ্ভুত।"[২৩]

এই 'একটি' ভোটের গণনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি পুড়ে যাওয়া নারী। নেতা পিংকুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'অজস্র সঈদা এইভাবে শেষ হয়ে যাবে', তবু "থেমে পড়লে চলবে না।"[২৪] আর তাঁর সূত্র, "টার্ন ইয়ার টিয়ার্স ইনটু ফায়ার।"[২৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

এই সান্ত্বনা আন্তরিক হতে পারে, কিন্তু ভাষার নির্মাণে তা সঈদাকে 'অজস্র'-র একজন বানিয়ে দেয়। নির্দিষ্ট নারী, তার জানো আমি ছিলাম একদিন, তার মা হোকর জিন্দেগি-র স্বপ্ন, সব মিলিয়ে একটি সংখ্যায় রূপান্তরিত হয়। স্পিভাক যে প্রতিনিধিত্বের বিপদের কথা বলেছেন, তা এখানেই পুরোপুরি ফলে। নিম্নবর্গ নারীকে বলার সুযোগ দেওয়ার বদলে তার হয়ে বলা হয় এবং সেই বলাও শেষ পর্যন্ত কর্মসূচির ভাষায় ঢুকে পড়ে।

লক্ষ করার বিষয়, বাশার পিংকুর প্রতি সহমর্মী। নেতার কথার জবাবে পিংকু ফুঁপিয়ে মুখ লুকোয়, যেন সেই রাতের কুচ্ছিত মাঠের অন্ধকার আর ধ্বস্তাধস্তির দৃশ্য তার ভেতরে ফিরে আসে। নেতা তাকে বলেন, "রাজনীতি এর চেয়েও খারাপ কমরেড"[২৫] অর্থাৎ গল্পটি দলকে সরাসরি খলনায়ক বানায় না, কেবল দেখায়, সুস্থ আদর্শবাদও ক্ষমতার ভাষার ভেতরে ঢুকলে কীভাবে নিজের অজান্তে সেই ভাষার অংশ হয়ে যায়। পিংকুই সম্ভবত দলের একমাত্র সদস্য, যার ভেতরে ক্ষতটা বাজে।

গল্পের শেষ ছবিটি ব্যক্তি থেকে জাতির দিকে প্রসারিত। পিংকু ভাবে, "ভারতবর্ষ যেন পুড়ে যাচ্ছে রোজ", "যেমন সঈদা পুড়ে গেল।"[২৬] এখানে প্রান্ত কেন্দ্রের রূপক হয়ে ওঠে। কাশদিয়াড়ার আগুনে যে নিঃশব্দ ধ্বংস ঘটেছে, তা দেশের বৃহত্তর ক্ষমতা-কাঠামোর প্রতিফলন। মতিঝিলের সেই ঘরটির সামনে পিংকুর মনে হয়, ভেতর থেকে কেউ ডাকছে, দরওয়াজা খোলো অথচ ঘরে দরজাই নেই, জানলাও নেই। প্রান্তের সেই ডাক কেন্দ্রের কাছে পৌঁছাতে পারে না।

উপসংহার : 'সাঈদা বাঈ' গল্পে আবুল বাশার ক্ষমতাকে কোনো প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির সম্পত্তি হিসেবে দেখান না। ক্ষমতা এখানে ঋণের খাতায়, টাঙ্গার ভাড়ায়, বিয়ের শর্তে, ভাষার দেয়ালে, 'দিদি' আর 'বিবি'র ডাকে, এমনকি আগুন-পরবর্তী ত্রাণের টাকায় ছড়ানো। এই বিন্যাসে সঈদা একই সঙ্গে স্বামীর সম্পত্তি, নবাবি স্মৃতির বাহক, দলের আবিষ্কার এবং প্রতিপক্ষের টার্গেট। তার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এই যে সবাই তাকে প্রয়োজনীয় ভাবে, অথচ কেউ তার নিজের স্বপ্নের জায়গা থেকে তাকে দেখে না। তার সেই স্বপ্ন সামান্য - একটি ঘর, একটি সন্তান, 'মা হোকর' বাঁচা।

গল্পের প্রান্ত তাই কেবল ভৌগোলিক দূরত্বের ধারণা নয়, এটি দৃষ্টির প্রশ্ন। কাশদিয়াড়া মোতিবাগ থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে, অথচ রাজনীতির মানচিত্রে সে এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। সঈদা সেই দ্বীপেরও ভেতরে আরেক দ্বীপ। গ্রামশির 'খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন' ইতিহাস, ফুকোর 'সর্বত্র উপস্থিত' ক্ষমতা এবং স্পিভাকের 'সহিংস দোলাচল', তিনটি ধারণাই এই গল্পের পাঠে সহায়ক। তবু গল্পের শেষ বাক্যগুলো তত্ত্বের চেয়েও তীব্র - আলি মওলা রাস্তা দেখাবেন, এই পঙ্‌ক্তি মৃত্যুর পরও থেকে যায়, আর তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে একটি ভোটেরএর শীতল অঙ্ক। এই দুইয়ের টানাপোড়েনেই বাশারের গল্প প্রান্তের রাজনীতির এক অবিস্মরণীয় সাহিত্যিক ভাষ্য হয়ে ওঠে।

Reference:

১. বাশার, আবুল, 'সাঈদা বাঈ', পৃ. ১১৫
২. তদেব, পৃ. ১৩৪
৩. তদেব, পৃ. ১১৫
৪. তদেব, পৃ. ১১৭
৫. Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. Edited and translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith. New York: International Publishers. p. 54
৬. বাশার, আবুল, 'সাঈদা বাঈ', পৃ. ১১৬
৭. তদেব, পৃ. ১১৭
৮. তদেব, পৃ. ১১৫
৯. তদেব, পৃ. ১১৫
১০. তদেব, পৃ. ১১৮
১১. তদেব, পৃ. ১১৮

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 30
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 254 - 261
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

১২. Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality, Volume I: An Introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books. pp. 45, 93, 95
১৩. বাশার, আবুল, 'সাঈদা বাঈ', পৃ. ১৩৪
১৪. তদেব, পৃ. ১৮৩
১৫. তদেব, পৃ. ১২০
১৬. তদেব, পৃ. ১১৬
১৭. Foucault, Michel. 1978. The History of Sexuality, Volume I: An Introduction. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books. pp. 45
১৮. বাশার, আবুল, 'সাঈদা বাঈ', পৃ. ১৭৪
১৯. তদেব, পৃ. ১৬৪
২০. তদেব, পৃ. ১৮১
২১. তদেব, পৃ. ১৮১
২২. তদেব, পৃ. ১৮৪
২৩. তদেব, পৃ. ১৮৪
২৪. তদেব, পৃ. ১৮৪
২৫. তদেব, পৃ. ১৮৩

Bibliography:
Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. "Can the Subaltern Speak?" In Marxism and the Interpretation of Culture, edited by Cary Nelson and Lawrence Grossberg, pp. 271–316. Urbana : University of Illinois Press. pp. 287, 306